বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির গঠনতন্ত্র

১। (ক) এই সমিতি " বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতি " নামে পরিচিত হইবে। ইংরেজীতে এই সমিতি " Bangladesh Society of Agronomy " সংক্ষেপে BSA নামে পরিচিত হইবে।

(খ) এই সমিতির প্রধান কার্য্যালয় ( ) সমিতির স্থায়ী অফিস না হওয়া পর্যন্ত সাধারন সম্পাদকের কর্মস্থলে থাকিবে।

(গ) প্রয়োজনবোধে সমিতির এক বা একাধিক আঞ্চলিক শাখা খোলা যাইতে পারে।

২। এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত বিষয় শব্দবলীর সংখ্যা ঃ-

(ক) সমিতি বলিতে " বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতি বুঝাইবে।

(খ) 'গঠনতন্ত্র' বলিতে বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।

(গ) 'সাধারন সদস্য' বলিতে বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির সক্রিয় সদস্যদের বুঝাইবে।

(ঘ) 'কার্য নির্বাহী পরিষদ' বলিতে বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ বুঝাইবে।

(ঙ) 'কর্মকর্তা' বলিতে বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

৩। সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ- কৃষিতত্ত্ব সমিতি একটি সম্পূর্ন অরাজনৈতিক পেশাজীবি সংগঠন এবং নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠিত ঃ

(ক) কৃষিতাত্ত্বিক জ্ঞান বিস্তার।

(খ) কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণায়, শিক্ষা ও সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রদান।

(গ) সাময়িক সভা সমাবেশ ও প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষিতত্ত্ববিদদের সাথে ভাবের আদান প্রদান।

(ঘ) কৃষিতত্ত্ববিদদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ।

(ঙ) কৃষি উন্নয়নে সরকার ও জনগনকে প্রয়োজন পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান।

৪। সমিতির সদস্যের প্রকার ঃ-

(ক) সাধারন সদস্য

(খ) সহযোগী সদস্য

(গ) সম্মানীত সদস্য

(ঘ) আজীবন সদস্য

(ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য।

৫। সদস্যের যোগ্যতা ঃ-

বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির মূল উদ্দেশ্য বিশ্বাসী এবং নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতার অধীকারী হইলে যে কোন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(ক) সাধারন সদস্য ঃ-

কৃষিতত্ত্ব ডিগ্রীধারী যে কোন ব্যক্তি বা কৃষিতত্ত্ব বিভাগে কার্যরত কৃষিতে ডিগ্রীধারী যে কোন ব্যক্তি এই প্রকার সদস্য হইতে পারিবেন।

(খ) সহযোগী সদস্য ঃ-

কৃষিতে ডিগ্রীধারী যে কোন ব্যক্তি সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন।

(গ) সম্মানিত সদস্য ঃ-

কৃষিক্ষেত্রে খ্যাতি সম্পন্ন অথবা কৃষি ক্ষেত্রে যাহার বিশেষ অবদান রহিয়াছে তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য পদ প্রদান করা হইবে। অন্যূন পক্ষে তিনজন সাধারণ সদস্যের প্রস্তাবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই সদস্যপদ প্রদান করা যাইবে। বৎসরে এক বারের বেশী এই ধরনের সদস্য পদ প্রদান করা হইবে না।

(ঘ) আজীবন সদস্য ঃ-

সমিতির সাধারন সদস্য হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাধারন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করিয়া কার্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

(ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ঃ
কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণা শিক্ষা ও সম্প্রসারনে অনুধাবিত ও নিয়োজিত সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করিয়া সদস্য হইতে পারিবেন ।

৬। সদস্যদের অধিকার, সুযোগ সুবিধা এবং কর্তব্য ঃ
সমিতির সকল সদস্যের সম-অধিকার থাকিবে এবং সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন । তবে একমাত্র সাধারন ও আজীবন সদস্য ব্যতিত অন্য কোন প্রকার সদস্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ভোটদান বা অংশ গ্রহন করিতে পারিবেন না ।

৭। সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী ঃ
ইচ্ছুক প্রার্থীকে সমিতির নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট সদস্য পদের জন্য প্রয়োজনীয় চাঁদা সহ সমিতির সাধারন সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে । সমিতির সাধারন সম্পাদক উক্ত আবেদন পত্র কার্য নির্বাহী পরিষদে বিবেচনার্থে উপস্থিহত করিবেন । আবেদন পত্র অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হইলে উহা জমাকৃত চাঁদাসহ আবেদনকারীর নিকট ফেরত পাঠান হইবে ।

৮। সদস্য ভর্তি ফি ও চাঁদা ঃ
সমিতির ভর্তি ফি ও চাঁদা সমিতির সাধারন সভায় নির্ধারিত হইবে । কেবলমাত্র সাধারন, আজীবন ও সহযোগী সদস্যদেরকে ভর্তি ফি দিতে হইবে । তবে সমিতির চাঁদার হার একবার নির্ধারিত হইলে কমপক্ষে দুই বৎসরের আগে পুনঃ নিধারন করা যাইবে না । যথেয়া চাঁদা প্রদান করিয়া পুনরায় সদস্যপদ লাভ করিবেন ।

৯। সদস্য পদ বিলুপ্তি ঃ
৯ঃ নিম্নে বর্ণিত কারন সমূহের জন্য সদস্য পদ বিলুপ্তি হইবে ঃ
(ক) সদস্যের মৃত্যুতে
(খ) সদস্যের পদত্যাগে
(গ) সদস্যের সমিতি হইতে বহিস্কারে
(ঘ) পর পর দুই বৎসর বার্ষিক চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হইলে ।

২। কোন সদস্যের পদত্যাগ পত্র কার্য নির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সদস্য পদ বহাল থাকিবে ।

৩। সমিতির যে কোন আইন-কানুন লংঘন করিলে অথবা সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যে লিপ্ত হইলে যে কোন সদস্যকে সমিতি হইতে বহিঃস্কার করা যাইবে, অবশ্য উহা সমিতির সাধারন সভায় মোট উপস্থিহত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদিত হইতে হইবে । তবে সাধারন সভায় পেশ করিবার পূর্বে সমিতির সভাপতি ওউক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শাইতে বলিবেন । এবং এই জন্য উক্ত সদস্যকে অন্যূনপক্ষে দশ দিন সময় দিতে হইবে ।

৪। এইরূপভাবে বহিস্কৃত কোন সদস্যকে পুনরায়সদস্য পদ প্রদান করিতে হইলে এ ব্যাপারে অন্যূনঃ দুইজন সাধারন সদস্য সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের সভাপতির নিকটলিখিতভাবে প্রস্তাব করিবেন । কার্য্য নির্বাহী পরিষদ উক্ত ব্যক্তিকে সদস্য পদ পুনরায় দেওয়া যাইবে এইরূপ বিবেচনা করিলে তাহা সমিতির সাধারন সভায় উত্থাপন করিবেন এবং সাধারন সভায় উপস্থিহত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে সদস্য পদ পুনরায় প্রদান করা হইবে । তবে উল্লেখ থাকে যে, বহিস্কৃত সদস্যের পদ বহিস্কারের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় প্রদান করা হইবে না ।

৫। বহিস্কৃত সদস্যকে কোন অবস্থাতেই তাঁহার নিকট হইতে আদায়কৃত চাঁদা ফেরত দেওয়া হইবে না ।

১০। কার্য নির্বাহী পরিষদ ঃ

কার্য নির্বাহী পরিষদ নিম্নলিখিত ভাবের জন নির্বাচিত সদস্য ও পূর্ববর্তী পরিষদের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের সমন্বয়ে গঠিত হইবে ঃ

(১) সভাপতি	ঃ	১ জন
(২) সহ-সভাপতি	ঃ	১ জন
(৩) সাধারন সম্পাদক	ঃ	১ জন
(৪) যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	ঃ	১ জন
(৫) কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন
(৬) সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	১ জন
(৭) প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ	১ জন
(৮) তথ্য সম্পাদক	ঃ	১ জন
(৯) সদস্য	ঃ	৫ জন
		১৩ জন
(১০) পূর্ববর্তী পরিষদের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক		২ জন
মোট		- ১৫ জন

নোট ঃ যদি কোন সভাপতি বা সাধারন সম্পাদক পুনঃ নির্বাচিত হন তবে ১০ নং বর্ণিত পদদ্বয়ে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ।

১১। কার্য নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী ঃ

(ক) কার্য নির্বাহী পরিষদ সমিতির সর্বাংগীন উন্নতিকল্পে কর্মসূচী ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারন করিবেন ।

(খ) কার্য নির্বাহী পরিষদ সমিতির সকল কার্যাবলী এবং পরবর্তী নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করিবেন ।

(গ) কার্য নির্বাহী পরিষদ সমিতির টাকা-পয়সা 'সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ নিয়ন্ত্রন করিবেন ।

(ঘ) প্রয়োজন বোধে কার্য নির্বাহী পরিষদ উপ-পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন ।

(ঙ) সমিতির উন্নতি বিধানে নির্বাহী পরিষদ অবৈতনিক বা বেতনভুক্ত কর্মী নিয়োগ করিতে পারিবেন ।

(চ) কার্য নির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন প্রকাশনার জন্য সম্পাদনা পরিষদ বা পরিষদ সমূহ গঠন করিবেন ।

(ছ) নির্বাহী পরিষদ সর্বপ্রকার কার্যক্রমের জন্য সাধারন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন ।

১২। কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের কার্য্যাবলী ঃ

১। সভাপতি ঃ

(ক) সভাপতি সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল কার্য পরিচালনা করিবেন ।

(খ) সভাপতি সমিতির সাধারন সভা সহ সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন ।

(গ) জরুরী অবস্থায় কার্য নির্বাহী পরিষদের পক্ষ হইতে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন । অবশ্য গ্রহনের দশ দিনের মধ্যে উহা অনুমোদনের জন্য তাঁহাকে কার্য নির্বাহী পরিষদে উপস্থাপিত করিতে হইবে ।

(ঘ) সমিতির যে কোন সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সম সংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি একটি বিশেষ ভোট প্রদান করিতে পারিবেন ।

(ঙ) সভায় যে কোন বিষয়ে সভাপতির রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে । যদি উহাতে সভার সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য আপত্তি উত্থাপিত না করেন ।

(চ) সভাপতি স্বীয় কার্যের জন্য সাধারন সভার নিকট দায়ী থাকিবেন ।

(ছ) সভাপতি এককালীন সর্বাধিক ১০০০/-(এক হাজার) টাকা সমিতির স্বার্থে খরচের অনুমোদন দিতে পারিবেন কিন্তু সাধারন সভা কর্তৃক সময়ে সময়ে সমিতির স্বার্থে তদুর্ধে খরচ অনুমোদন দিতে পারিবেন ।

(জ) সভাপতি সমিতির আয় ও ব্যয়ের হিসাবের অনুমোদন দিবেন ।

২। সহ-সভাপতি ঃ

(ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সহ-সভাপতি সভাপতিকে সর্বোতভাবে সাহায্য করিবেন ।

(খ) সহ-সভাপতি সভাপতির অবর্তমানে সভাপতির সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন এবং সমিতির যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিবেন ।

(গ) কার্যরত সভাপতির দায়িত্ব পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি সভাপতির পদ শূন্য হয়ে যায় তবে সহ-সভাপতি পরবর্তী সময়ের জন্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন ।

৩। সাধারন সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারন সম্পাদক সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করিবেন ।

(খ) সাধারন সম্পাদক স্বীয় কার্য্যাবলীর জন্য সভাপতি, কার্য নির্বাহী পরিষদ এবং সমিতির সাধারন সভার নিকট দায়ী থাকিবেন ।

(গ) সাধারন সম্পাদক সমিতির যাবতীয় আসবাব পত্র ও বিষয় সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষন করিবেন ।

(ঘ) সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারন সম্পাদক সমিতির সাধারন সভা এবং কার্য নির্বাহী পরিষদের সকল সভা আহবান করিবেন । তিনি এই সব সভার কার্য বিবরনী এবং সমিতির যাবতীয় দলিল পত্র সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষন করিবেন ।

(ঙ) সাধারন সম্পাদক সকল প্রকার চিঠি পত্রের আদান প্রদান করিবেন । বৎসর শেষে তিনি সমিতির কার্যাবলী সম্বলিত একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রনয়ন করতঃ বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থাপন করিবেন ।

(চ) সাধারন সম্পাদক প্রয়োজন বোধে কার্য নির্বাহী পরিষদের পূর্ব অনুমতি ছাড়া এক কালীন ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা সমিতির স্বার্থে খরচ করিতে পারিবেন ।

৪। যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ঃ

(ক) যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সমিতির কার্য্যে সাধারন সম্পাদককে সাহায্য করিবেন এবং সাধারন সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী সমিতির কার্য চালাইয়া যাইবেন ।

(খ) সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সাধারন সম্পাদকের সকল দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(গ) যুগ্ম সম্পাদক স্বীয় কার্য্যাবলীর জন্য সাধারন সম্পাদক এবং কার্য নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন ।

৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) কোষাধ্যক্ষ গঠনতন্ত্র মোতাবেক সদস্যের নিকট হইতে ভর্তি ফি ও চাঁদা আদায় করিবেন এবং অন্য কোন সূত্র হইতে সমিতির জন্য অর্থ বা বস্তু গ্রহন করিতে পারিবেন । তিনি আদায়কৃত অর্থ বা বস্তুর যথাযথ হিসাব রাখিবেন ।

(খ) কোষাধ্যক্ষ সমিতির আদায়কৃত অর্থ কার্য নির্বাহী পরিষদের অনুমতিক্রমে ব্যাংকে জমা রাখিবার জন্য সমিতির নামে একটি হিসাব খুলিবেন । উক্ত হিসাব সাধারন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে পরিচালনা করিবেন ।

(গ) কোষাধ্যক্ষ -এর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি অথবা কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ স্বীয় কার্য্যাবলীর জন্য নির্বাহী পরিষদ ও সাধারন সর্বোতভাবে দায়ী থাকিবেন ।

(ঙ) কোষাধ্যক্ষের নিকট জমাকৃত অর্থ বুঝে পাবার অনুর্ধ ৭(সাত) দিনের মধ্যে সমিতির ব্যাংক একাউন্ট এ জমা দিবেন ।

৬। সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

(ক) সাংগঠনিক সম্পাদক সাধারন সম্পাদককে সমিতির সাংগঠনিক কার্যেসহায়তা করিবেন এবং সাধারন সম্পাদক ও কার্য্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(খ) সাংগঠনিক সম্পাদক স্বীয় কার্যের জন্য সভাপতি, সাধারন সম্পাদকও কার্য নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন ।

৭। প্রকাশনা সম্পাদক ঃ

(ক) প্রকাশনা সম্পাদক সমিতির বিভিন্ন ধরনের সাময়ীকি প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন ।

(খ) প্রকাশনা সম্পাদক সম্পাদনা পরিষদের সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করিবেন ।

৮। তথ্য সম্পাদক ঃ

(ক) তথ্য সম্পাদক সমিতির তরফ হইতে কৃষিতাত্ত্বিক গবেষকদের দেশের জন্য উপযোগী মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষনার ব্যাপারে উৎসাহিত করিবেন । অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে তিনি সমিতির পক্ষ হইতে গবেষনা পরিচালনার জন্য মঞ্জুরী বা বৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিবেন এবং এই সমস্ত গবেষনার মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষন করিবেন ।

নির্বাচনী পরিচালকের নিকট পেশ করিবেন [illegible] অন্যন ত্রিশ দিন পূর্বে

৯। কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দ ঃ

(ক) কার্য নির্বাহী পরিষদ প্রত্যেক সদস্যের সমান অধিকার, সমান কর্তব্য ও সমান দায়িত্ব থাকিবে।

(খ) কার্য নির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দ উক্ত পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতিসহ সকল বিভাগীয় সম্পাদকের সর্বপ্রকার কার্যে সাহায্য করিবেন।

১৩। অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

কার্য নির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিতে হইলে অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সক্রিয় সদস্যের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র সভাপতি সমীপে পেশ করিতে হইবে। অনাস্থা প্রস্তাব স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা গণনার ভগ্নাংশকে পূর্ণ একটি ধরা হইবে। সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পনর দিনের মধ্যে সাধারন সম্পাদককে সাধারন সভা আহবানের নির্দেশ দিবেন। উক্ত সাধারন সভায় অনাস্থা প্রস্তাব অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করিতে সমর্থ হইলে কার্য নির্বাহী পরিষদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সভায় সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য একটি এড-হক পরিষদ গঠন করা হইবে। উক্ত এড-হক পরিষদ পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। এড-হক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ঐ সাধারন সভায়ই স্থির হইবে। অনাস্থা যদি সভাপতির বিরুদ্ধে হয় তবে সহসভাপতি সভা পরিচালনা করিবেন।

১৪। সমিতির সভার কোরাম ঃ

(ক) সমিতির সাধারন সভা অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সক্রিয় সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম বলিয়া গন্য হইবে।

(খ) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ কর্মকর্তার উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(গ) কার্যকরী পরিষদের সভা কমপক্ষে প্রতি ২ মাসে ১ বার ও সাধারন সভা বছরে ১ বার অনুষ্ঠিত করিতে হইবে।

১৫। সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ঃ

(ক) সমিতির কার্য্যকাল দুই খ্রীষ্ট বৎসর হইবে। সমিতির কার্য্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন জানুয়ারী মাসেই অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদ সাধারন ও আজীবন সদস্যদের মধ্যে হইতে একজন নির্বাচনী কমিশনার নিয়োগ করিবেন যিনি এক বা একাধিক রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন। জানুয়ারী মাসের শেষ বুধবারের মধ্যে নির্বাচন কার্যভার সম্পাদন করতে হবে।

(গ) নির্বাচনী সময়সূচী নিম্নরূপ হইবে ঃ

১। ভোটার তালিকা প্রকাশ ও মনোনয়ন আহবান	-	১০ ডিসেম্বর।
২। মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ সময়	-	৩১ ডিসেম্বর।
৩। মনোনয়ন পত্র বাছাই ও তালিকা প্রকাশ	-	১ জানুয়ারী।
৪। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ সময়	-	৭ জানুয়ারী।
৫। ব্যালট প্রেরনের শেষ সময়	-	১৪ জানুয়ারী।
৬। ব্যালট ফেরৎ নেবার শেষ সময়	-	৩০ জানুয়ারী।
৭। ব্যালট গননা ও ফলাফল প্রদান	-	৩১ জানুয়ারী।

বিস্তারিত কর্মসূচী নির্বাচনী কমিশনার ঘোষনা করিবেন।

(ঘ) সকল ভোট ডাক ব্যালটের মাধ্যমে হইবে। সকল ব্যালটে নির্বাচনী কমিশনারের স্বাক্ষর থাকিবে।

(ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত ব্যালট সমূহ প্রার্থীদের অথবা তাহাদের প্রতিনিধি কেহ উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সম্মুখে গোনা হইবে এবং ব্যালটগুলি সযত্নে রক্ষিত থাকিবে। নির্বাচনী কমিশনার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা করিবেন। কাহারও ফলাফল সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে সুস্পষ্ট লিখিত দরখাস্ত দ্বারা নির্বাচন কমিশনারের নিকট ফলাফল প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে উত্থাপন করিবেন। নির্বাচন কমিশনার অভিযোগ পাওয়ার ১৪ দিনের ভিতরে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যাহা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(চ) একজন প্রার্থী দুইটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবেন না এবং একই পদে পর পর দুইবারের বেশী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবেন না। প্রকাশনা সম্পাদক পদ প্রার্থীর কমপক্ষে ৬ বৎসরের গবেষনা বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। চলতি বছরের ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ন চাঁদা (চলতি বছর সহ) পরিশোধ করিলে ভোটার হওয়া যাইবে।

১৬। মনোনয়ন প্রণালী ঃ

(ক) নির্বাচনী পরিচালক এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সক্রিয় সদস্যের নিকট হইতে মনোনয়ন পত্র আহ্বান করিবেন। মনোনয়ন পত্র বিজ্ঞাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচনী পরিচালকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

(খ) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যে কোন সক্রিয় সদস্য কার্য নির্বাহী পরিষদের যে কোন পদের জন্য যে কোন সক্রিয় সদস্যের নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রস্তাব অপর একজন সাধারন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রস্তাবিত ব্যক্তি কর্তৃক অবশ্য ই সমর্থনকৃত হইতে হইবে।

(গ) চূড়ান্ত ভোট-এর তালিকা মোতাবেক প্রস্তাবিত ব্যক্তি, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী ব্যক্তিদ্বয়ের নাম, ঠিকানা, মনোনয়ন পত্রে সুস্পষ্ট শুদ্ধ এবং পরিপূর্নভাবে লিখিত হইবে। অস্পষ্ট, অশুদ্ধ এবং অপরিপূর্ন মনোনয়ন পত্র অবশ্যই বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

(ঘ) নির্বাচনী পরিচালক মনোনয়ন পত্র যথাযথভাবে বাছাই করিবেন এবং যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রনয়ন করতঃ সকল সক্রিয় সদস্যের নির্বাচনের অন্যূন ২০ দিন আগে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইয়া দিবেন ।

(ঙ) যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে সভাপতির নিকট লিখিত আবেদন এক্রমে কোন মনোনীত প্রার্থী তাঁহার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিতে পারিবেন ।

(চ) নির্বাচনের একই পদের জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বি সম পরিমান ভোট পাইলে উহার ফলাফল "টসের" মাধ্যমে নির্দ্ধারিত হইবে ।

১৭। কার্য নির্বাহী পরিষদ হইতে পদত্যাগ ঃ
কার্য নির্বাহী পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক কর্মকর্তাকে অবশ্যই যথাযথ কারণ দর্শাইয়া সভাপতির নিকট লিখিত আবেদন করিতে হইবে। সভাপতি উহা বিবেচনার্থে কার্য নির্বাহী পরিষদে উপস্থাপিত করিবেন ।

১৮। কার্য নির্বাহী পদের শূন্য আসন পুরন ঃ
গঠনতন্ত্র অনুসারে কার্য নির্বাহী পরিষদে কোন আসন শূন্য হইলে সভাপতির কার্য নির্বাহী পদের সদস্যদের একজনকে উক্ত আসনে মনোনীত করিতে পারিবেন ।

১৯। গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ
প্রয়োজনবোধে সভাপতির নিকট লিখিত প্রস্তাবে এবং সমিতির উপস্থিত সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সক্রিয় সদস্যের সম্মতিক্রমে এই গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজন অথবা বাতিল করা যাইতে পারিবে ।

২০। গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এমনসব বিষয়ে কার্য্যকরী পরিষদ গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী নয় এমন সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োজনে সাধারন সভায় পেশ করিবেন ।

---------- ০ ----------